International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 118-124
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.203

শরণাপত্তি ও শ্রীগুর্বাদিসৎসেবা: ভাগবতে কথিত নয়টি ভক্ত্যঙ্গের সঙ্গে সংযোজন

ড. মধুমাধবী শাসমল

অতিথি অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, রাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The three cardinal principles discussed in Gauḍīya Vaiṣṇava philosophy are sambandha (relationship), abhidheya (the means of attaining the end) and prayojana (the ultimate end). The eternal Object of relationship is Kṛṣṇa. By practising Kṛṣṇa-bhakti or devotion to Kṛṣṇa one can attain Kṛṣṇa-preman or divine love for Kṛṣṇa which is the summum bonum of life. So Kṛṣṇa-bhakti is called abhidheya or sādhana-bhakti, which ultimately yields the fruit of Kṛṣṇa-preman. There are two types of sādhana-bhakti - vaidhī bhakti (devotion following scriptural regulations) and rāgānugā bhakti (devotion following the spontaneous inclination of heart). According to the Bhāgavata, sādhana-bhakti has nine limbs, viz. hearing (śravaṇa), chanting (kīrtana), meditation (smaraṇa), serving His feet (pāda-sevana), worship (arcana), praise (vandana), servitude (dāsya), friendship (sakhya) and self-resignation (ātma-nivedana). Jīva Gosvāmī (1513-1598), an eminent exponent of Gauḍīya Vaiṣṇava philosophy has added two more methods of sādhana-bhakti in his magnum opus Bhakti- Sandarbha. He has opined that there are practically eleven modes of devotion. In the present paper, an attempt has been made to analyse and interpret this unique contribution of Jīva Gosvāmī.
Keywords: Gaudiya Vaishnavism, Sambandha-Abhidheya-Prayojana, Sadhana-Bhakti, Jiva Goswami, Bhakti-Sandarbha

ভারতবর্ষীয় আস্তিক দর্শন ছয়টি - সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, কর্মমীমাংসা ও বেদান্ত। বেদান্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয় মূলত ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধ, মুক্তির মাধ্যম ইত্যাদি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্ত মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় জীব ও ব্রহ্মের একইসঙ্গে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করেছেন এবং সেই ভেদাভেদ-সম্বন্ধকে অচিন্ত্য রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্য তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *ভাগবত-পুরাণ*কে তাঁরা অন্যতম প্রামাণ্যগ্রন্থ রূপে বিবেচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তিনটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে- সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ; কৃষ্ণ হলেন সম্বন্ধী তত্ত্ব। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হল অভিধেয় তত্ত্ব। আর কৃষ্ণপ্রেম বা প্রেমভক্তি হল প্রয়োজন তত্ত্ব। অভিধেয় কৃষ্ণভক্তির ফল প্রেমভক্তি। তাই অভিধেয় কৃষ্ণভক্তিকে বলা হয় সাধনভক্তি। আর প্রেমভক্তিই সাধারণভাবে কথিত হয় প্রেম নামে ।

সাধনভক্তি দু প্রকার- ১) বৈধী ভক্তি ২) রাগানুগা ভক্তি। সাধন-ভজনের প্রবৃত্তিতে কোথাও শাস্ত্রের আদেশ কোথাও বা লোভ প্রবর্তক হয়। রাগানুগা ভক্তিতে রাগ বা লোভবশত ভজনের ইচ্ছা জাগে। যেমন, ভগবানের

বিগ্রহ দর্শন করে অথবা *ভাগবত*-কথা শ্রবণ করে ভজনে যে লোভ জাগে তা হল রাগ। যে ভক্তিতে লোভ নয়, শাস্ত্রের শাসনই প্রযোজক তাকে বৈধী ভক্তি বলে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*তে বৈধী ভক্তির লক্ষণ-

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১।২।৬)

সাধনভক্তির নয়টি অঙ্গ। *ভাগবতে* নবলক্ষণযুক্তা ভক্তির উল্লেখ রয়েছে-

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" (*ভাগবত* ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন- এই নবলক্ষণা ভক্তি ভগবান বিষ্ণুতে সাক্ষাদ্ভাবে অর্পিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করি।

সাধনভক্তির এই নয়টি অঙ্গের সঙ্গে জীব গোস্বামী আরও দুটি ভক্ত্যঙ্গ যোগ করেছেন তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে। জীব গোস্বামী (১৫১৩-১৫৯৮) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ষট্ সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষট্ সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীতে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব বেদান্তমতকে (অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তকে) নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন। ষট্ সন্দর্ভ হল- তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ । ভক্তিসন্দর্ভে জীব গোস্বামী ভক্তির স্বরূপ, কর্ম-জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, ভক্তির প্রয়োজন ও গুরুত্ব, আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কর্মার্পণ, ভক্তিসাধনপদ্ধতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেছেন। বিশুদ্ধ ভক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ উপলব্ধ হয় এই গ্রন্থে।
ভাগবতে সাধনভক্তির যে নয়টি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে সেগুলি এখন আলোচনা করা হচ্ছে-

১) শ্রবণ– ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা সম্বন্ধিত কথার কর্ণে প্রবেশ হল শ্রবণ- "নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ"(*ক্রমসন্দর্ভ, ভাগবত* ৭।৫।২৩)। তবে নাম-রূপাদি শ্রবণের নির্দিষ্ট ক্রম রয়েছে। প্রথমেই লীলা-শ্রবণ নয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে নাম শ্রবণ করা উচিত। চিত্তশুদ্ধির পর রূপশ্রবণ, রূপের সম্যক স্ফূর্তি হবার পর গুণ-শ্রবণ কর্তব্য। গুণের সম্যক স্ফূর্তির পর পরিকরগণের সেবা-বৈশিষ্ট্যের শ্রবণ এবং সবশেষে সপরিকর ভগবানের লীলার শ্রবণ করা যায়।

২) কীর্তন- ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির উচ্চস্বরে কথনকে কীর্তন বলে- "নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"। (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১।২।৬৩) পৌরাণিক মতে চারটি যুগ – সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। তার মধ্যে কলিযুগের উপযুক্ত সাধন কীর্তন। *ভাগবতে* বলা হয়েছে-

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।" (*ভাগবত* ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করে এবং দ্বাপরযুগে অর্চনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিকীর্তনেই তা লাভ করা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৪) তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* কীভাবে নাম-কীর্তন করা উচিত তা বলেছেন-

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" (*শিক্ষাষ্টক* ৩)

নিজেকে তৃণের চেয়ে ক্ষুদ্র মনে করে, বৃক্ষের মতো সহ্যশীল হয়ে, মানহীন হয়ে এবং অপরকে সম্মান দিয়ে সর্বদা হরিকীর্তন করা উচিত।

৩) স্মরণ- ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাকথার স্মরণ। শ্রবণ ও কীর্তনের অধীন স্মরণ, অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্তন সুষ্ঠু হলে তারপর স্মরণ হয়। জীব গোস্বামী *ভক্তিসন্দর্ভে* পাঁচ প্রকার স্মরণের কথা বলেছেন- "তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্। অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি।" (*ভক্তিসন্দর্ভ*, পৃ. ৩০৪)। অর্থাৎ ভগবানের নাম-রূপ-লীলাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানকে স্মরণ বলে। অন্যসব বিষয় থেকে মনকে আকর্ষণ করে ভগবানের নাম-রূপ-লীলাদিতে সামান্যভাবে মনোধারণ হল ধারণা। ধ্যান হল বিশেষভাবে ভগবানের রূপাদির চিন্তন। ঐ ধ্যানই অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হলে তাকে ধ্রুবানুস্মৃতি বলা হয়। আর কেবল ধ্যেয়বস্তুরই স্ফূর্তি হল সমাধি।

৪) পাদসেবন- পাদসেবন বলতে ভগবানের সেবাকে বোঝায়- "পাদসেবনং কাল-দেশাদ্যুচিত-পরিচর্য্যা" (*ক্রমসন্দর্ভ, ভাগবত* ৭।৫।২৩)।

৫) অর্চন- উপচারাদি সহ শাস্ত্রবিহিত পূজাকে অর্চন বলে- "অর্চনং বিধ্যুক্ত পূজা" (*ক্রমসন্দর্ভ, ভাগবত* ৭।৫।২৩)। বিক্ষিপ্তচিত্ত সদাচারহীন ব্যক্তিদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে পারে অর্চন। অর্চনের ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বিশেষ কোনও আয়োজনের সামর্থ্য না থাকলেও, কেবল জল দিয়ে যদি শাস্ত্রবিহিত বিধানে শঙ্খচক্রধারী শ্রীহরির পূজা করা যায়, তাহলে তিনি সহজেই ফল প্রদান করেন-

"বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।
ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ।।" (*গৌড়ীয় কণ্ঠহার* ১৩।৪৮)

৬) বন্দন- বাসুদেবের পদকমলে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর প্রতি কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে প্রণাম নিবেদন করেন তাকেই বন্দন বলা হয়-

"তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ।
প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ।।" (*হরিভক্তিকল্পলতিকা* ৯।১)

প্রকৃত ভক্ত গুরুতর নরকযন্ত্রণা দূর করার জন্য যেমন ভগবৎ-চরণ বন্দনা করেন না, তেমনি ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ ভোগের জন্যও বন্দন করেন না। শুধু তাই নয়, মুক্তির জন্যও তিনি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন না। তাঁর একমাত্র অভিলাষ হল ভগবানের পাদপদ্মে অনুরাগ।

৭) দাস্য– প্রীতিপূর্বক শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, ধর্ম, কাম, অর্থ ও কর্ম ভগবানে অর্পিত হলে তা দাস্য নামে কথিত হয়-

"দেহধীন্দ্রিয়বাক্চেতোধর্মকামার্থকর্মণাম্।
ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে।।" (*হরিভক্তিকল্পলতিকা* ১০।১)

৮) সখ্য– ভগবানকে বন্ধু মনে করে তাঁর সুখের জন্য চেষ্টা করাকে সখ্য বলে -

"অতিবিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেবে সুখাম্বুধৌ।
সৌহার্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে।।" (*হরিভক্তিকল্পলতিকা* ১১।১)

অর্থাৎ সুখসাগর বাসুদেবের উপর যাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে, তিনি বাসুদেবকে সৌহার্দের সঙ্গে যে পরম প্রীতি করেন তা সখ্য নামে অভিহিত হয়।

৯) আত্মনিবেদন– দেহ, মন, আত্মা সবই ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করাকে আত্মনিবেদন বলা হয় - "আত্মনিবেদনং দেহাদি-শুদ্ধাত্ম-পর্য্যন্তস্য সর্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্" (*ক্রমসন্দর্ভ, ভাগবত* ৭।৫।২৩)।

জীব গোস্বামী *ভাগবতে* উক্ত এই নববিধা বৈধী ভক্তির সঙ্গে আরও দুটি নুতন প্রকার ভক্তি সংযোজন করেছেন। সেগুলি হল- শরণাপত্তি এবং গুরুসেবা। *ভক্তিসন্দর্ভে* জীব গোস্বামী লিখেছেন-"অথ বৈধীভেদাঃ শরণাপত্তিশ্রীগুর্বাদিসৎসেবাশ্রবণকীর্তনাদয়ঃ। এতে চ প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমুদিত্যাপি কারণানি ভবন্তি" (*ভক্তিসন্দর্ভ,* পৃ. ২৫৯)। অর্থাৎ শরণাগতি, শ্রীগুরু প্রভৃতি সজ্জনগণের সেবা, শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি বৈধী ভক্তির ভেদ। এরা প্রত্যেকে অথবা দুই, তিন বা তার বেশি অঙ্গ একযোগে প্রেম প্রাপ্তির কারণ হয়ে থাকে।

জীব গোস্বামী প্রথমেই শরণাপত্তি বা শরণাগতির উল্লেখ করেছেন। অনন্যগতি ব্যক্তিই শরণাগত হয়। যার অন্য কোনও গতি বা আশ্রয় নেই সে অনন্যগতি। জীব গোস্বামী দু প্রকারের অনন্যগতিত্ব প্রদর্শন করেছেন- "অনন্যগতিত্বঞ্চ দ্বিধা দর্শ্যতে। আশ্রয়ান্তরস্যাভাবকথনেন, নাতিপ্রজ্ঞয়া কথঞ্চিদাশ্রিতস্যান্যস্য ত্যজনেন চ"(*ভক্তিসন্দর্ভ, ঐ*)। ভগবান শ্রীহরি ছাড়া অন্য আশ্রয়ের অভাব কথন দ্বারা প্রথম প্রকারের অনন্যগতিত্ব। শ্রীহরিই এক মাত্র আশ্রয়, আর সমস্ত কিছু আশ্রিত তত্ত্ব -এটা না জেনে পূর্বে কোনও আশ্রিত তত্ত্বের শরণ নিয়ে পরবর্তী কালে সেই আশ্রিত তত্ত্বকে ছেড়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ হল দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকারের অনন্যগতিত্বের দৃষ্টান্ত-

"মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি।।" (*ভাগবত* ১০।৩।২৭)

অর্থাৎ হে ভগবান! মরণধর্মযুক্ত মানব মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে সমস্ত লোকে পলায়ন করে কোথাও ভয়হীন হতে পারেনি। কিন্তু আজ সৌভাগ্যক্রমে তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিন্তে শয়ন করছে এবং মৃত্যুও তার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গেছে ।

দ্বিতীয় প্রকারের অনন্যগতিত্বের উদাহরণ– "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"(*গীতা* ১৮।৬৬)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন- হে অর্জুন তুমি সব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। এখানে সর্বধর্মের শরণ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করার কথা বলা হয়েছে। তাই এটি দ্বিতীয় প্রকারের অনন্যগতিত্ব।

জীব গোস্বামী *বৈষ্ণবতন্ত্র* থেকে শরণাপত্তির লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন -

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ।।"(*ভক্তিসন্দর্ভ,* পৃ. ২৫৯ উদ্ধৃত *বৈষ্ণবতন্ত্র*-বচন)

শরণাগতি ষড়বিধ, যথা- ১) আনুকূল্য বিষয়ক সংকল্প, ২)প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ, ৩) তিনি রক্ষা করবেন- এইরূপ বিশ্বাস ৪) গোপ্তা বা রক্ষকরূপে তাঁর বরণ ৫) আত্মনিক্ষেপ এবং ৬) কার্পণ্য। এই ছয় প্রকারের মধ্যে 'শরণাগতি'-শব্দের সঙ্গে সমানার্থক বলে গোপ্তৃত্বে বরণ বা রক্ষকরূপে বরণ অঙ্গী। বাকি পাঁচটিকে সেই গোপ্তৃত্বে বরণের পরিকর বা সহকারি বলে অঙ্গ রূপে জানতে হবে।

আনুকূল্য বিষয়ক সংকল্প বলতে শরণাগতির অনুকূল ভাবের গ্রহণকে বোঝায়। শরণাগত ব্যক্তি কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তাদির সুখবিধান অবশ্যই করবেন। প্রাতিকূল্য অর্থে ভক্তি-বিরোধী যাবতীয়

বিষয়, ভক্তিবাধক জ্ঞান-কর্ম, অভক্ত-সংস্রব প্রভৃতিকে বোঝায়। এসকল পরিত্যাগে স্থিরসংকল্প হতে হবে। শরণাগতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল- ভগবান অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবেন- এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস। *ভাগবতের* ভাষায়- "ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" (*ভাগবত* ৩।১৬।৩৫)। অর্থাৎ সেই ত্রিলোকপতি ঈশ্বর আমাদের অবশ্যই মঙ্গল বিধান করবেন। ভগবানকে গোপ্তৃত্বে বরণ বা রক্ষকরূপে স্বীকার শরণাগতির মূল। এটি ছাড়া শরণাগতি সম্ভব নয়। ভগবানকে রক্ষকরূপে বরণ ব্যাপারে *নরসিংহ পুরাণের* একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন জীব গোস্বামী-

"ত্বাং প্রপন্নোহস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম।।"(*ভক্তিসন্দর্ভ*, পৃ. ২৬০ উদ্ধৃত *নরসিংহপুরাণ*-বচন)

শ্লোকটিতে বলা হয়েছে- 'দেবদেব জনার্দন আপনার শরণ গ্রহণ করছি আমি' এই বলে যে ভগবানের শরণ নেয় ভগবান তাকে ক্লেশ থেকে উদ্ধার করেন।

জীব গোস্বামী দেখিয়েছেন যে গোপ্তৃত্বে বরণ তিন প্রকার- কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি *হরিভক্তিবিলাস* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন -

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ।।"(*হরিভক্তিবিলাস* ১১। ৪১৮)

অর্থাৎ শরণাগত ভক্ত বাক্য দ্বারা 'হে ভগবান আমি আপনারই আশ্রিত হয়েছি' এরূপ উচ্চারণ, মন দ্বারা ঐরূপ চিন্তন এবং শরীর দ্বারা ভগবানের লীলাস্থলি বা ধাম আশ্রয় করে পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন।

আত্মনিক্ষেপ অর্থে 'ভগবান আমাকে দিয়ে যা করান আমি তাই করি, তিনি আমার পরিচালক আমি তাঁর দ্বারা পরিচালিত'- এই প্রকার ভাবকে বোঝায়। জীব গোস্বামী এসম্বন্ধে গৌতমীয়-তন্ত্রবচন উদ্ধৃত করেছেন- "আত্মনিক্ষেপঃ - 'কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তঽস্মি তথা করোমি' ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত-প্রকারঃ" (*ভক্তিসন্দর্ভ*, পৃ. ২৫৯-২৬০)। অর্থাৎ আত্মনিক্ষেপ হল- 'হৃদয়-স্থিত কোনও অজ্ঞাত দেবের দ্বারা আমি যেভাবে নিযুক্ত হচ্ছি সেই মতোই কার্য করছি' এই প্রকার ভাবনা। কার্পণ্য-শব্দের দ্বারা কাতরতা বা দৈন্য নিবেদনকে বোঝায়। জীব গোস্বামীর ভাষায়- "কার্পণ্যং,- 'পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ' ইত্যাদি প্রকারম্"(*ভক্তিসন্দর্ভ*, পৃ. ২৬০)। কার্পণ্য হল, 'হে ভগবান, আপনার মতো পরম কারুণিক কেউ নেই আর আমার মতো পরমশোচ্যতম আর কেউ নেই'- এই প্রকার কাতরতা নিবেদন। শরণাগত ভক্ত নিজেকে পরম শোচ্যতম বা নির্ঘৃণ্য এবং ভগবানকে পরম কারুনিক জ্ঞান করে ঈশ্বরাগ্রে নিষ্কপট দৈন্য প্রকাশ করেন।

শরণাপত্তি বা শরণাগতির ফল সম্বন্ধে জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত হল যে, শরণাগতির তারতম্য অনুসারে ফলপ্রাপ্তিরও তরতমতা হয়। যিনি সম্পূর্ণ রূপে শরণাগত হন তার শীঘ্র সম্পূর্ণ ফল অর্থাৎ প্রেম লাভ হয়ে থাকে। আর যিনি যতটুকু শরণাগত হন তিনি ততটুকু ফল লাভ করেন- "তদেবং যস্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য ঝটিত্যেব সম্পূর্ণফলা। অন্যেষান্তু যথাসম্পত্তি যথাক্রমঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্"।(*ভক্তিসন্দর্ভ*, ঐ)

পরিশেষে এই শরণাপত্তির অপূর্বত্ব বিষয়ে জীব গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত- "অস্যাশ্চাপূর্ব্বত্বং তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ"(*ভক্তিসন্দর্ভ*, পৃ. ২৬২)। শরণাগতি ব্যতীত তদীয়ত্ব অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।

এরপর *ভক্তিসন্দর্ভে* জীব গোস্বামী গুরুসেবা রূপ ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে শরণাগতি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়। কিন্তু তবু যাঁরা ভজন-সাধনের বৈশিষ্ট্য লাভে ইচ্ছুক তাঁরা ভগবৎ-শাস্ত্র-উপদেষ্টা অথবা ভগবন্মন্ত্র-উপদেষ্টা গুরুদেবের অর্থাৎ শিক্ষাগুরু অথবা দীক্ষাগুরুর নিত্য সেবা করবেন- "তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্বং সিধ্যতি... তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং

ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ”(*ভক্তিসন্দর্ভ,* ঐ)। নিজের ভজন-প্রচেষ্টার দ্বারাও যেসব অনর্থ ত্যাগ করা যায় না গুরুসেবা দ্বারা সেগুলি অনায়াসে দূর হয়। শুধু তাই নয়, গুরুসেবা দ্বারা গুরুদেবের অনুগ্রহ লাভ করলে তা ভগবানের পরম অনুগ্রহ প্রাপ্তির মূলস্বরূপ হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণের সুখদায়ক সেবা ব্যতীত যাবতীয় কামনা-বাসনা হল অনর্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান জীবের পরম অর্থ। যা অর্থ নয়, তা-ই অনর্থ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে জীবের চিত্ত থেকে অনর্থগুলি ক্রমশ দূরীভূত হয়- “সাধনভক্ত্যে হয় ‘সর্বানর্থনিবর্তন’।” (*চৈতন্যচরিতামৃত* ২।২৩।১০)

গুরুসেবা দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুষ্পরিহার্য অনর্থসমূহের সম্যক নিবৃত্তি প্রসঙ্গে *ভাগবত* প্রমাণ। *ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, হিংসা, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখত্রয়, নিদ্রা, রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণ- এই সব কিছুই গুরুভক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তি সত্বর জয় করতে সমর্থ হন– “এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ”। (*ভাগবত* ৭।১৫।২৫)

গুরুসেবা দ্বারা হরিপ্রসাদ লাভ বিষয়ে *ভাগবতে* বলা হয়েছে-

“নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।” (*ভাগবত* ১০।৮০।৩৪)

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীহরি বলছেন যে, সর্বভূতাত্মা তিনি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেভাবে প্রসন্ন হন ইজ্যা, প্রজাতি, তপস্যা বা উপশম দ্বারা সেভাবে প্রসন্ন হন না।

সুতরাং জীব গোস্বামীর মতকে অনুসরণ করে বলা যায়, গুরুসেবার প্রধান দুটি ফল- ১) অনর্থ-নিবৃত্তি ২) ভগবৎ-প্রসাদ লাভ।

শ্রীজীবের মতানুযায়ী, গুরুসেবাকে ছেড়ে বা গুরুসেবার ক্ষতি করে অন্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করতে হবে না। ভগবানকে লাভ করার জন্য গুরুর অনুগ্রহই যথেষ্ট। অন্য বৈষ্ণবগণের সেবা মঙ্গলপ্রদ সত্য, কিন্তু গুরুর আজ্ঞাক্রমে এবং গুরুসেবার অবিরোধেই বৈষ্ণবসেবা করণীয়। তবে এখানে সদ্গুরুর কথাই বুঝতে হবে। তাঁর আজ্ঞা এবং উপদেশই শিরোধার্য। অসদ্গুরুকে দূর থেকে আরাধনা করতে হবে, আর তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হলে পরিত্যাগ করতে হবে- “দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ; বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যজ্য এব”। (*ভক্তিসন্দর্ভ,* পৃ. ২৬৪)

ভাগবতে নয়টি ভক্ত্যঙ্গের কথা বলা হয়েছিল। জীব গোস্বামী তার আগে দুটি ভক্ত্যঙ্গ যোগ করলেন। অর্থাৎ জীব গোস্বামীর মতে ভক্তি একাদশবিধা। *ভাগবতের* বাণীকে পরিবর্তন করে তিনি তাঁর এই মত প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন কিন্তু নয়। বরঞ্চ *ভাগবত* এবং তার সাথে অন্যান্য কিছু শাস্ত্রের শ্লোক বিশ্লেষণ করেই জীব গোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, জীব গোস্বামী প্রথমে শরণাপত্তির উল্লেখ করেছেন, তারপর গুরুসেবার এবং তারও পরে শ্রবণ-কীর্তনাদির উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্য হল, নববিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের পূর্বেই শরণাপত্তি ও গুরুসেবার প্রয়োজন। *ভাগবতে* বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছিল। জীব গোস্বামী তার সঙ্গে গুরু-বৈষ্ণব সেবার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর মতকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, শরনাগতি দিয়ে সাধনভক্তির সূচনা হয়। কারণ শরণাগতির ফলে ভগবানের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ প্রকট হয়। এখানে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ শুরু হয়- এ কথা বলা উচিত হবে না। কারণ ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য প্রীতির সম্বন্ধ। কিন্তু জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় সেই সম্বন্ধ আচ্ছাদিত থাকে। ভগবানের প্রতি

জীবের স্বতঃসিদ্ধ প্রীতি রয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য নয়, তাকে সাধনের দ্বারা উৎপাদন করা যায় না। সাধন-ভজনের মাধ্যমে সেই প্রেম প্রকট হয় মাত্র-

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।।" (*চৈতন্যচরিতামৃত* ২।২২।১০৪)

গ্রন্থপঞ্জি:

1. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। সম্পাদক ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি। কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ১৯৫৭।
2. গোপালভট্টগোস্বামী। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস। সনাতন গোস্বামী প্রণীত দিগদর্শিনী নাম্মী টীকা সহ। কলিকাতা: বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, ১৯৯৬।
3. চৈতন্যদেব। শ্রীশিক্ষাষ্টক । ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সন্মোদনভাষ্য সহ। সম্পাদক ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি। মায়াপুর : শ্রীচৈতন্যমঠ, ২০১৫।
4. জীবগোস্বামী। ক্রমসন্দর্ভ। সম্পা. পুরীদাস। বৃন্দাবন, হরিদাস শর্মা, ১৯৫২।
5. শ্রীভক্তিসন্দর্ভ। সম্পা. ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক। কলকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ২০০৫।
6. দাস, হরিদাস, সংকলক। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান। ১ম খণ্ড। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪।
7. বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত গীতাভূষণভাষ্য সহ। সম্পাদক ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী। কলিকাতা, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২০১৯।
8. শ্রীমদ্ভাগবত। ৩য়, ৭ম, ১০ম ও ১২শ স্কন্ধ। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বিরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য তথা মধ্বাচার্য কৃত তাৎপর্য ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত সারার্থদর্শিনী নামক টীকা সহ। সম্পাদক ভক্তিবিলাস তীর্থ। শ্রীমায়াপুর: মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, ১৯৮৬।
9. ভক্তিগুণাকার, অতীন্দ্রিয়, সংকলক। গৌড়ীয় কণ্ঠহার । সম্পাদক ভক্তিবিলাস তীর্থ। মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ, ২০১৯।
10. ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, সম্পা.। হরিভক্তিকল্পলতিকা । মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ, ২০০২।
11. রূপগোস্বামী। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। সম্পাদক ও অনুবাদক হরিদাস দাস। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৭।
12. Mahanamabrata Brahmachari. Vaisnava Vedanta. Calcutta: Mahanamabrata Culture & Welfare Trust, 1994.